পুতুলপুরাণ

সাদ কামালী

মাঘ মাস শেষ হওয়ার আগেই সকালের রস থেকে নির্জলা শীতল ভাবটা কেটে ঘোলা হতে শুরু করেছে। রসের পরিমাণও এখন কম, আর মাছি মৌমাছি পড়ে বেশি, ঘোলা রসের মাদক স্বাদের প্রতি মাছিদের লোভ আছে বৈকি। আলেয়া এই রস মুখে তুলবে না, তবে জ্বাল দিয়ে চা বনিয়ে দিলে মুখে রসের চেয়েও স্বাদের হাসি ফোটে। সকাল থেকেই আকাশে মেঘ, মেঘে মেঘে রস আরও ঘোলা হয়। আঠা আঠা কুয়াশা ঠেলে সকালের নরম রোদ কোনোমতেই জাহির হতে পারছে না। আলেয়ার মনও এই সকাল থেকে বিষম ঘোলা, জড়ানো ; রসের চা-তেও পৌষের রসের মতো ঠাণ্ডা সুমিষ্ট স্বাদের হবে বলে মনে হয় না। বসির বয়াতি এখনো গা তোলেনি, বিছানায় উপুড় হয়ে ঘুম জাগরণের মাঝখানের অবস্থায়। তার সাদা লুঙ্গি বিপজ্জনকভাবে উপরে উঠে আছে। মাথার কোঁকড়া চুলের বাবরি কপাল মুখ বালিশে বিছিয়ে আছে। তবুও বসির বয়াতির মুখ তত ঘোলা বিষণ্ন দেখায় না। আগামীকাল সন্ধ্যায় নুরপুর হাজারহাটি গ্রামের সীমানায় বিন্নার পালানে লড়াই বাধবে নারী-পুরুষের। নারীর পক্ষে আলেয়া পুরুষের পক্ষে বসির বয়াতি, এমনই তো কথা। আলেয়া আগে বহুবার চান্দু বয়াতির সঙ্গে এমনতরো বাহাস করেছে। পক্ষের যুক্তি বিপক্ষের যুক্তি সবই তার মুখস্থ। আগে কখনো এমনতো বিহ্বল লাগেনি !

মধ্যবয়স্ক, কালো, ছিপছিপে, তেল চকচক পাতলা চুলের বাবরি নাচিয়ে. ঝাঁকি মেরে চান্দু বয়াতি কিশোর আলেয়ার সঙ্গে কত লড়াই করেছে। বীর্য, জরায়ু, ডিম্ব, মারফতের আলেয়া কীই বা বোঝে, তবুও চান্দু বয়াতি তাকে তৈরি করে নিয়ে সন্ধ্যার পর হ্যাজাক বাতির ফর্সা আলোর ভিতর লড়াইয়ে মেতে উঠত। আলেয়ার কিছু যায় আসে না, সে চান্দু বয়াতির মর্জি মতো মারফতের পক্ষে, পুরুষ বা নারীর পক্ষে বাহাস করে যেতে পারতো। চান্দু বয়াতি যেমন যেমন চায়, পাবলিকেরও ডিমাণ্ড আছে। চৌকিঘাটা হাটে আলেয়া একবার পুরুষের পক্ষে বলবে, চান্দু বয়াতি ভেবেছিল এতে চমক থাকবে, পাবলিক থাণ্ডার মাইরা যাবে, মাইয়া হইয়া কেমায় পুরুষ মানুষের কীত্তন গাইয়া যাইতেছে। ঘটনা তেমন ঘটে নাই। পাবলিক পছন্দ করে নাই। আলেয়ার গলায় তারা স্ত্রীলোকের নিন্দা শোনার চেয়ে পুরুষকে আক্রমণেই মজা পায়। সরু কোমরে হাত রেখে খ্যান খ্যান গলায় জন্মদানে অক্ষম জরায়ুহীন পুরুষের নানা অপটুত্ব শুনে পুরুষই হাতে তালি বাজায় বেশি। সে-সব দিন ছিল আলাদা, মুখের কথা, গান, পদ্যের অনেক কিছুই সে বুঝত না। বীর্য বা ঋতু বিষয়ে আবছা ধারণা ছিল, লজ্জা হতো না, ঠাস ঠাস করে জব সওয়াল করা কোনো ব্যাপার ছিল না।

আরে, ব্যাটা লোকে ফাল পাড়ে
বীর্য থলি কান্দে চড়ে
নিজ গুণে নিজে হাসে
রাত করে জমি চাষে ... এ

আরে, জমি যদি তোর হতো
শস্য দানা যাই হতো

খুশি মনে ঘরে তুলে
নিজে খেতি প্রাণ খুলে ... এ।

আসলে তোমার নাই কোনো
ফসল ফলার জমি গেহ
পরের জমিতে হাল টানো
জমির গুণেই ফল দ্যাহ ... ও।

বৃথা তোর লাফ ঝাঁপ
নারী যোনী মুলে বাপ
মিথ্যা যদি বলি আমি
দ্যাখা তোর বল স্বামী ... ই।

আরে, কোনো কালে নারী বাদে
সিষ্টি জন্ম হলো কবে
নারী হলো ঋতু কাল
ফল ফলে মর্জি হাল ...।

এইসব পদ্যের শরীরে গায়ের জোর গলার জোর চড়িয়ে আলেয়া কতো হাট বাজার চান্দু বয়াতির সঙ্গে মাত করে এসেছে।

আলেয়ার চর্মসার শরীরে যখন তেলচর্বির মসৃণ স্তর জমে, লুকানো সিন্দুক থেকে কতরকম বায়োবীয় রসবোধ এসে জমে মগজের কোষে, তখন আলেয়া বীর্য, ঋতু, জরায়ু, জন্ম ইত্যাদির রহস্য নিজ শরীরে রক্তক্ষরণের ভিতর দিয়ে বুঝে শাড়ির আঁচল টেনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাবার বয়সি চান্দু বয়াতি এতকাল ছিল বড় ভাইয়ের মতো, তার সঙ্গ আর ভালো লাগে না। নিরস, কাঠ কাঠ চান্দু বয়াতি বাহাসের যতই নিয়ম ছন্দ তরিকা বুঝুক, আলেয়া আর আগের মতো সহ্য করতে পারে না। চরনাসিপুরের বসির বয়াতির রস-কলা-কায়দায় টান বেশি। বসির বয়াতির শরীর চাঁদ, পুর্ণিমায় নদী সমুদ্রে জোয়ার হয়, আলেয়া তখন নিজের শরীরে চাঁদের টান অনুভব করে। চান্দু বয়াতি বাধা দেয় না। আলেয়া এসে যোগ দেয় বসির বয়াতির দলে। দুই ছেলে তিন মেয়ে নিয়ে বসির বয়াতির বউ কুসুম হিমশিম খায়। তা খাক, মাগী গ্রামের বাড়ির খুঁটিতে বাঁধা, বসির সারা দেশ ঘুরে বেড়ায়, এমনকি ভারতেও তার কদর আছে। আর পাঁচজনের পাঁচকথার আগেই বসির বয়াতি আলেয়াকে বিয়ে করে নেয়। এতে লোকনিন্দা বা শরিয়া দুইই চুপ করে থাকে।

আলেয়া রসের চা খুদ বাটা ধাপরা খেয়েও চোখমুখ ফর্সা করে তুলতে পারে না, বরং ভিতরের উইপোকা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বিশাল ঢিবি তুলে আলো ও দৃশ্য আড়াল করে তোলে। দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে আলেয়া একবার ঘরের দিকে তাকায়। ঘরের মানুষ তখনো বিছানায় উপুড় হয়ে, ঘরের শুন্যতা আর নৈঃশব্দের ভিতর বয়াতির উদাস পিঠে আলেয়ার বিহ্বলতা বা দৃষ্টি কোনো রকম সাড়া না জাগাতে পেরে ফিরে আসে। সকালের চা-নাস্তা পর্ব শেষ করে পারুল এসে আলেয়ার গা ঘেষে বসে কিন্তু উইপোকার ঢিবির আড়াল না

সরিয়ে আলেয়া কুয়াশাও দেখতে পারে না। দেখতে হয়তো চায়ও না। মনের তাল তাল কুয়াশা ভেদ করে কখন কোন্ ফুরসতে দেখবে বাইরের কুয়াশা, অথবা সুর্যের মতিগতি। আলেয়া সে চেষ্টা করে না। পারুল নিজের ভাঁজ করা হাঁটুতে নিজেই দোলা দেয়, ও বু, এ্যামন টাসকি মাইরা রইছো ক্যা ! বসির দাদায় গোলমাল করছে ? নিরুত্তর আলেয়া চোখে একবার বেশি পলক ফেলে। পারুল নিজের চুলে শক্ত খোঁপা বেঁধে আলেয়ার চুলে হাত দেয়, ও বু, এ্যামায় চুপ মাইরা থাইকো না, কি অইছে কও দেহি। আলেয়া এবার নিজের হাঁটুতে সাড়া যোগায়, তুই বুঝবি ? শোন বুইন, নদীতে জোয়ার হয়, ঢেউ হয়, নদী পাড় ভাঙ্গে, নদীর পানি ভাসায় নেয় জমি খ্যাত, সেই ভাসানো জমিতে পলি জইমা বালো ফসল হয়। ফসল এ্যামায় হয় না, লাঙ্গল দিয়া চষতে অয়, অহন ক, জমি পলি বড় অইলো না লাঙ্গল ? আলেয়া এবং বসির বয়াতির দেখভাল্ রান্নাবান্না করার মানুষ মানিকগঞ্জের বড় সিঙ্গাইর গ্রামের পারুল তত বোঝে না, বলে, হ, লাঙ্গলের চোদন ছাড়া খ্যাত মাগীর প্যাট বান্দে না, এইডা ঠিকই কতা বু। আলেয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে, শোন পারুল, যেই জমিতে লাঙ্গল চাষ নাই সেই খানেও গাছগাছড়া জন্মে, লাঙ্গল ব্যাটারে ক পারলে নিজে নিজেই ফসল ফলাও দেহি তোমার ক্ষেমতা, কতো তোমার লিঙ্গের জোর, কতো তোমার বীর্যের বড়াই। পারুল আলেয়ার চোখ দেখে বুঝতে পারে বয়াতী মাগী ঢক মতো ক্ষেইপা আছে, বিন্নার পালানে মাগী কীই না করে ! পারুল ভাইল বুঝে বলে, হ বু, ঠিকই মারছ, তগো মর্দামির যদি এতই শাক্তি তা দ্যাহা, মাইয়া মানুষ ছাড়া মানুষ ক্যান একখান ইন্দুর পয়দা কইরা দ্যাহা তগো ক্ষেমতা। পারুলের সহবুঝও আলেয়ার সামনে থেকে উইপোকার ঢিবি সরে না, বরং চোখমুখের ঘোলা ভাব জোরালো হয়ে ওঠে। দোষ খালি ব্যাটালোকের না, আসমানে যিনি বইসা বইসা তরিকা সাপ্লাই করেন, গোলমাল সেইখানেও। তেনার সকল কিতাবে কী লেইখা রাখছে জানোস ? জানে ওই বেটা, ঘরের মধ্যে উপুড় হইয়া এহন গুমাইতেছে। আসলে গুমায় না, যাইয়া দ্যাখ গ্যা। পারুল চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে। গত তিন বছর আলেয়া আর বসির বয়াতির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সেও জানে নারী-পুরুষের বাহাসে দুই পক্ষের জব সাওয়াল, শারিয়া মারফতের কথাও সে অল্পবিস্তর জানে। তবে এই বিষয়ে পারুলের আগ্রহ কম। আলেয়া অকস্মাৎ গলা ভারি চোখ লাল করে বলে, একখান কাম করবার পারবি ? অন্যসময় হলে পারুল দ্রুত বলত, পারবো না ক্যান, যা কইবেন তাই পারুম। এখন চোখে সন্দেহ অথবা কৌতূহল ভাসিয়ে আলেয়ার চোখে চোখ রাখে। আলেয়া পারুলের সম্মতির তোয়াক্কা করে না। আমার ঘরে যেই মর্দা সোনা শক্ত কইরা পইড়া রইছে ওরে খুন করবার পারবি ? পারুল চোখ থেকে বিস্ময় ধুয়ে ফেলে না, আবার বলেও না পারবে কিনা। আলেয়া বলে, তুই না পারলেও আমিই চেষ্টা কইরা দেখপো। আমি সইতে পারতেছি না বুইন। পারুল এবার বড় শ্বাস ফেলে বিস্ময় অথবা কৌতূহল ভাঙ্গে, ও বু, মাথাডা ঠাণ্ডা কইরা বস দেহি, খুনাখুনি তোমার কম্ম না। আলেয়া লাল চোখ তোলে, চোখের পরিসরে গরম পানি, বলে, তুই জানোস না, বসির বয়াতি খালি একখান মানুষ না তোর আমার মতো, তুই ওরে বটি দিয়া কোপাইয়া মাইরা ফেলা। পারুল এই প্রথম খুনের ভয়ে কেঁপে ওঠে। মানুষ না তয় কি ! আলেয়া চোখ বড় বড় করে, ঠোঁটের পাশে চিকন হাসি মুদ্রিত হয়। মনে মগজে বসির বয়াতির জব সাওয়াল বটির ধারের মতো চকচক করে ওঠে,

ছিরিষ্টি করেন মহা প্রভু
জগত জায়গা যাহা কিছু
তাহার হইয়া আমি তিনি
জগত সংসার খুড়ি খনি
আল্লাহ বেটার মহা কুদরত।
ওরে, আল্লাহ বেটার মহা কুদরত

শুকনা আগেই রস বসে

রসেই আমার লিঙ্গ হাসে
জনমো জগত সেই রসে
ছিরিষ্টি হইল দেখ বসে।

পুরুষ হইলো প্রভু বর
নারীই তাহার মজা ঘর
ইচ্ছা হইলে তার দেহে
লাঙ্গল হইয়া জমি চষে।

. . . .

এই গানের উত্তরে আলেয়ার জব আর মনে আসে না, সব জব তো শিখানো বুলি ; হয় চান্দু বয়াতি নয় বসির বয়াতির কথা ও শব্দের চাল দিয়ে আসর জমাবার চাল ; মন ভুলোনো কথা ; ধোকাবাজি। আলেয়াকে বসির বয়াতি হাতে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছে, মেয়েলোকের পক্ষের যুক্তি জাল, কথার চাল, সবই কথার কারসাজি, মায়া দেখানো। মেয়েলোকের পক্ষে শাস্ত্র কিতাবে শক্ত জব নাই। বসির বয়াতি বলে, মনে রাখবা, আসরে যতই কেলাপ পাও তাতে ট্রু ফ্যাক্ট নাই। আলেয়া ঘন চোখ তোলে, কপালে ভাঁজও হয়তো পড়ে, সিঁথির দুই পাশ দিয়ে চুল এসে চিবুকের পাড়ে প্রাচীন শীলার ছায়া ফেলে। ঠোঁটের ভিতর জিব নড়ে, বিস্ময় তবুও ঠোঁট চিরে বের হয় না, ইকটুও সত্যি নাই ? বেবাকই মিথ্যা ? বসির বয়াতির অলস আঙুল আলেয়ার সোজা কালো চুলের সারিতে খেলা করে করে আলেয়ার অব্যক্ত বিস্ময় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে থেঁতলে দেয়, কিতাবে তো নাই-ই, তা তুমি এত্তো দিনে জাইনা গেছ, গানে গানে যুক্তি দিয়া, কথার পিঠে কথা বসাইয়া যে মজা মার তাও কোনো পুরুষ লোকেরই লেখা, কোন পদটা তুমি নিজে বানাইছো কও ? আলেয়া কানের পাশ দিয়ে দুই হাত পিছনে নিয়ে নিজের চুল পেঁচিয়ে খোঁপা করে, বিছানা থেকে শাড়ির আঁচল কাঁধে তুলে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বসির বয়াতি আঙুলের খোঁচায় আবার আঁচল ফেলে নিজের উদাম বুকে আলেয়াকে চেপে ধরে, আলেয়া বাধা দেয় না। বসির বয়াতি সকালের গরম বিছানায় লম্বা রাতের নির্বিঘ্ন ঘুম শেষে শান্ত ভোরে ইচ্ছা মতো খেলে, তবে অন্যদিনের মতো আলেয়ার শরীর সাড়া দেয় না। বসির বয়াতি তার মতো শেষ করে শরীরের ঘাম নিয়ে ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। অন্যদিন আলেয়া নিজের শাড়ি দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয়, আজ সে কথা তার মনে আসে না। বসির বয়াতিই এক সময় শরীর মুছে কাত হয়ে শুয়ে আবার আলেয়ার শরীরে ওপর পা তুলে দেয়। পায়ের ওজন খুব বেশি মনে হলেও ঠেলে সরিয়ে দেয় না, বরং আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলেয়া। বসির বয়াতি এবার আলেয়াকে কাছে টেনে নেয়, গলায় সহানুভুতি। শুনো বউ, আসরের আগে তোমার মনডা খারাপ হউক তা আমি চাই নাই, কাইল রাইতে তুমি না জানবার চাইলে...। বসির বয়াতি কথা শেষ করে না, শরীরে হয়তো ক্লান্তি এসে থাকবে। এক সময় আলেয়া ঠেলে পা সরিয়ে দেয়।

শুক্রবার বাদ এশার বিন্নার পালানে আসরের গান কায়দা কৌশল ঠিকঠাক করে নিতে নিতে আলেয়া বলেছিল, পুরুষ লোকের সব কথাতেই কিতাবের দোহাই আছে. কুরান হাদিছের সাক্ষী মাইনা জব সওয়াল কর, কিন্তুক মাইয়ালোকের বেলায় কিতাবের দোহাই দেও না ক্যা ? হ্যারিকেনের নরম আলোতে বসির বয়াতি একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, তোমারে না আগেও কইছি, পুরুষের চাইতে নারী শ্রেষ্ঠ এই জবানের ফরে কিতাবে কোনো দলিল নাই। কোনো দলিল দেখাইয়া কোনো ফকির বয়াতি কবি বেটাই কইতে পারবে না পুরুষের থিকা মাইয়ালোক বেস্ট, লেডিস ওম্যান নেভার এভার বেস্ট দ্যান ম্যান। শুনো পুরুষ হইল ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব মোহাম্মদ জিশু বুদ্ধ গুরু নানক, পুরুষ হইল রবীন্দ্রনাথ নজরুল শেখ মুজিব। কুরান হাদিস পুরাণ সংহিতায় পুরুষমানুষ যেমন সেরা, সমাজেও তাই। আলেয়া তখনো খোলা চুলে খোঁপা বেঁধে নারীর পক্ষে একটা মোক্ষম

পদ বা শোলক বলতে যেয়ে থেমে যায়, বরং বসির বয়াতিই আলেয়ার মনের অবস্থা বুঝে বলে, যে গান গাইয়া তুমি আসরে মাইয়ালোকের কথা কও সেই গান তো কোনা পুরুষই ওইভাবে সাজায় দেয়। এক তোমাগো বাচ্চা ধরার ক্ষমতাকে ফুলাইয়া ফাপাইয়া পুরুষলোক কত গান বাধলো ! আলেয়া তার পক্ষের যুক্তি হাতড়ায়, যে যুক্তি পদ তার নিজের লেখা নিজের বানানো, কিছুই মনে করতে পারে না। তার ঠোঁট ফুলে ওঠে, চোখে পানি জমে, এই পানি সে আড়াল করতে নিচে চোখ নামায়। অল্প আলোতে বসির বয়াতি আলেয়ার চোখের পানি দেখে না, হাত ধরতে গেলে আলেয়া হাত সরিয়ে নেয়। বসির বয়াতি বলে, তোমার এই শরীল, হাত, মুখ, বুক, দুধের কি দাম আছে যদি আমি বা কোনো পুরুষ না রাখে ? তোমার এই শরীলের হেফাজতের দায়িত্বও পুরুষ মানুষকে কিতাব বরাদ্দ কইরা দিছে। মজা হইলো যদি তারপরও মাইয়ামানুষ জেনা করে, জেনা তো সে একলা একলা করবার পারে না, পুরুষমাইনসের সাথেই করে, তহন কিন্তু মাইয়াটার সাজা হয় বেশি, আর শরিয়ার বিচার তো তোমারে পড়াইছি।

আলেয়া যতটুকু পড়তে পারে তা দিয়ে কিতাব বুঝে ওঠার কথা নয়। চান্দু বয়াতির কাছে অনেক শুনেছে, বসির বয়াতি কিতাব পুরাণ ধরে ধরে পুরুষের পক্ষের যুক্তি নারীর পক্ষেরও যুক্তি তৈরি করে নেয়। আলেয়া বসির বয়াতির পাঠ শুনে বিশেষ করে কোরআন এবং সংহিতার ওই সব অংশ পড়া শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে অনেক কিছুই। বসির বয়াতির অথবা কেতাবের অপমানের জবাবে নিজের পক্ষে বলার মতো কিছুই তার মনে আসে না। যে পদ আসে তাও ওই বয়াতির লেখা। আলেয়া পা ভাঁজ করে কোলের ভিতর গুটিয়ে নিয়ে শোয়, মন যদিও গোটানো না, একটা গান ভিতরে গুমড়ায়। বসির বয়াতির লেখা বলে গাইতে পারে না, কিন্তু গানের কথাগুলো কি সত্য নয় ! যেই লেখুক সত্যি কথাই লেখা হয়েছে। বয়াতির কাছ থেকে শুনে শুনে আলেয়ারও তাই মনে হতো কিন্তু সে বলতে পারেনি। বলতে পারার দায়িত্ব বসির বয়াতির বা চান্দুর। সে কখনো বলার চেষ্টাও করেনি। আলেয়া ভাঁজ হয়ে শুয়ে মনে মনে বলে, যেইই লেখুক, ওইডা আমার গান, আমিই গাইছি, এমুনো হইতে পারে কোনো মাইয়ালোকের বই পইড়া বয়াতি গানডা ল্যাখছে !

ঘরে ঘরে তাকে তাকে
কতই কেতাব সাজানো
কথা শত গুণে বাঁকে
নীরব নিথর বুজানো !

যদি তারা একদিন
সরব সরল খেয়ালে
কারা লেখে এই দ্বিন
প্রচার করেন সকলে !

হাটে হাঁড়ি গেল ভেঙে
খোদার নকল সাজার
শাস্ত্র লেখে ব্যাটা লোকে
বলেন বিধান খোদার

আরে, মিথ্যা তারা খোদার দোহাই দেন

এই আসরের শ্রোতা যত্ত
শুনেন দুঃখের সব সত্য
পুরুষ মানুষ বয়ান লেখেন
বিধান বলেই শাসন করেন

আরে, মিথ্যা তারা খোদার দোহাই দেন

আল্লা প্রভুর নিজের আদল
রসুল ঠাকুর বুদ্ধের স্বদল
বিধান বানান আমার সাজার
মা ভগ্নী জায়ার বিচার।

আরে, মিথ্যা তারা খোদার দোহাই দেন

গোটানো কুঁকড়ে থাকা আলেয়া গানের এই শেষ মনে মনে বলেও কেমন নড়ে ওঠে, পা সোজা হাত মুঠা পাকায়। আসরের হ্যাজাক বাতি, গরম, পোকার ওড়াউড়ি আর ঘামে জড়ানো আসরে গানের অর্থের চেয়ে অঙ্গভঙ্গি আর বিজয়ীর মুদ্রার দিকে জোর দিতে হয় বেশি। এখন বিশেষভাবে আলেয়া এই গানের অর্থ বোঝে। বসির বয়াতির শাস্ত্রের দোহাই, যুক্তি যদি পুরুষলোকেরই লেখা হয়, তবে তা যেমন অবশ্য পালনীয় বিধান হতে পারে না, তেমনি ওই বিধান বলে নারীকে হেয় এমনকি সাক্ষী হিসেবে অযোগ্য শারিয়া আইনেরই ভিত্তি কোথায়! আলেয়া ধীরে ধীরে সবধরনের ফন্দিফিকির মতলবের জন্য তার পাশে বীর তেজে শোওয়া বসির বয়াতিকে দায়ি করে। আসামী বয়াতিকে পাশে রেখে আলেয়া নির্ঘুম রাত শেষ করে চোখ ঠোঁট চিবুক ঘিরে কুয়াশা জড়িয়ে ওঠে।

পারুল এই কুয়াশা ভেদ করতে পারে না, বরং সেও জড়িয়ে যায়। কি এমন হইলো, মাগী নিজের সোন্দর স্বোয়ামীরে খুন কইরা ফেলাবার চায় ! আলেয়া পারুলের হাত ধরে, থানা পুলিশের ভয় করিস না, আমি সব সামলাবো। বয়াতি হারামি তোর সর্বনাশ করতে চাইছিল, ভয়ে তুই হাতের কাছের বটি দিয়া কোপ মারছিস, আমি সাক্ষী বইন, আল্লার কসম কইলাম, আমার টাহা পয়সা সব তোরে দিয়া দিবো। পারুল এবার সত্যিই ভয় পায়, আচক্কা একজন মানুষকে খুন করার সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে না। সে আলেয়াকে জড়িয়ে ধরে, কি অইছে, এমুন উতলা হইয়া গেলা ক্যা ? মাথাডা ঠাণ্ডা কর। আলেয়া পারুলকে সরিয়ে দেয়। তার চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। কুয়াশার চাপে দিনের আলো এখনো ঘোলা। পারুল বলে, আরেকটু চা দিবো ? মাতায় ত্যাল বসাই দেই ? বেশি কইরা তেল পানি বসা, আসরের একখান দিন বাকি নাই, এতো টাহার বায়না, এহন উনি বিগড়ায় রইছে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো বসির বয়াতির হঠাৎ কথায় পারুলের মতো আলেয়াও চমকে যায়। চমকে শরীরে কাপড় গুছিয়ে নেয়, আঁচল দিয়ে চোখমুখ মোছে। বসির বয়াতি বলে, ভালো ত্যাল ইকটু গরম কইরা আমার বুকে পিঠে বসাইতে হবে। পারুল আলেয়ার দিকে তাকায়, আলেয়ার চোখ ঘোলা উঠানে। পারুল এ্যালমোনিয়ামের ছোট বাটিতে তেল ঢেলে চুলার গরম ছাইয়ের ওপর বসিয়ে দুই কোয়া রসুন, আঙুল দিয়ে ছাড়িয়ে ছেঁচে তেলের ওপর দেয়। তুমি মাখাই দিবা না আমিই দিবো ? বসির বয়াতি কারও প্রতি নির্দেশ করেনি, বউ বা কাজের মেয়ের প্রতি নৈব্যক্তিক আদেশ। তেল গরম হলে এক টুকরা ত্যানা দিয়ে ধরে পারুল তেলের বাটি চুলার

পাড়ে তোলে। আলেয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেই তেলের বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেয়। বসির বয়াতিকে আলেয়া চিনে, অল্প বয়সের বিধবা মেয়েকে দিয়ে তেল মাখানো তার পছন্দ নয়। তাছাড়া এ একটা সময় যখন আলেয়া এবং বসির বয়াতি আবেগ ভালোবাসার মিঠা মিঠা কথা ঠোঁটে চোখে হাসি জড়িয়ে বলে। তেল মাখার শেষে ভালোবাসাও উদ্দাম হয়ে ওঠে, যদিও আজ সকালেই একবার হয়ে গেছে, এখন ভালোবাসা মিঠা কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা।

বসির বয়াতি উপুড় হয়ে পিঠে, শিরদাঁড়ায় তেলের মর্দন নেয়, পিছনে ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত তেল ডলে যায় আলেয়া, কেউ কোনো কথা বলে না। ঘাড়ে গলায় তেল মাখতে মাখতে হাত একটু শক্ত হয়ে উঠলে বসির বয়াতি শরীর নড়িয়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করে। বয়াতির পক্ষে ভাবা কি সম্ভব কেন আলেয়ার হাত ঘাড়ের ওপর এসে শক্ত হয়ে ওঠে ! আলেয়া চাপা নিঃশ্বাস ফেলে হাতের আঙুল থেকে রক্ত সরিয়ে নরম করে নেয়। বসির বয়াতি উপুড় থেকে চিৎ হয়, তার চোখ বন্ধ। আলেয়া বসির বয়াতি চেহারায় খোলা চোখ রাখে না। বুকে তেল বসিয়ে অন্যসময়ের মতো হাত পেট তলপেট বেয়ে আর নিচে নামে না। বসির বয়াতি নিজেই আলেয়ার হাত ধরে তলপেটের ঢালুতে বসিয়ে দেয়, আলেয়ার আঙুল অভ্যাস যন্ত্রের মতো তেল মর্দন করে। হাত থামিয়ে বসির বয়াতির মুখের দিকে তাকায়, বসির বয়াতি চোখ খোলে। আলেয়া বলে, হইছে, এহন আমার বুকে পিঠে ত্যাল লাগাইতে হবে। বসির বয়াতি ঠোঁটে ভিজা হাসি জড়িয়ে আলেয়াকে চেপে ধরে, আলেয়া হাত ছাড়িয়ে পাশে শুয়ে বসির বয়াতির মতো গায়ের কাপড় সরিয়ে বলে, নেও ভালো কইরা ত্যাল বসায় দেও। বসির বয়াতি হাঁটু ভেঙে বসে বাটির তেল হাতের তালুতে উপুড় করে ঢেলে আলেয়ার দুই স্তনের মধ্যবর্তী খাদে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে। আলেয়া চোখ বন্ধ করে রাখে। বসির বয়াতি রসুনের কোয়া চুবানো হাল্কা গরম সোনালী তেল আলেয়ার বাদামী ত্বকে গড়িয়ে যেতে দেখে। তেল গড়িয়ে পেট থেকে নাভিমুলের খাঁজে জমে। বসির বয়াতি তার সরু খসখসে আঙুলে তেল মাখায়, আলেয়ার পেটে তলপেটে, আরও নিচে কালো কোঁকড়া চুলেও তেল মাখিয়ে চকচক করে তোলে। আলেয়ার শরীর কাঁপে, কাঁটা দিয়ে ওঠে, নড়ে কিন্তু বাধা দেয় না, চোখও খোলে না, কেমন সুখ ভোগ করে, পুলকে চোখ বুজে থাকে। বসির বয়াতি একসময় আলেয়ার শরীরের ওপর শুয়ে পড়ে। আলেয়া তখন চোখ খোলে, বয়াতিকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে নামিয়ে বলে, পিছনে ত্যাল ডলা অয় নাই, বলে উপুড় হয়ে শোয়। বয়াতি আলেয়ার পিঠের ওপর চড়ে শোয়, যে স্ত্রী স্বামীর অপমান করে, নিজের আমদের জন্য স্বামীকে পেরেশান করায় তার অবস্থান কোথায় জানো ? এখন মনে হয় আলেয়া জানে, ভালো করেই জানে, মনে মনে বলেও, কিন্তু শব্দ করে বলে না। স্ত্রীর অবস্থান কিডা ঠিক কইরা রাখছে, কোন বিটা ? বানানো কিতাবের কথা দিয়া ভয় দেহাবার দিন শ্যাষ। মুখে সে নিরুত্তর থাকে। বসির বয়াতি আলেয়ার পিঠ জড়িয়ে শুয়ে চুলের মধ্যে মুখ নাক ডুবিয়ে গুনগুন করে।

স্বামী খোদা সেবা তত
পুণ্য করে নারী শত
নারী করে পুণ্য ঘর
স্বামী তার সত্যি বর
ওরে স্বামী সেবা কর

পুলসিরাতের সুতা তরী
সেবক নারীর সোজা পাড়ি
স্বামী তার নিজ পুণ্যে
পরকালে হুরী গোণে

ওরে স্বামী সেবা কর

আলেয়া এবার পিঠ থেকে বসির বয়াতিকে নামিয়ে নিজের শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে ওঠে। রান্নাঘরে পারুলের ভাত রান্না শেষ, ভাতের ভিতর উশ্যি আর কদু শাক ভর্তার জন্য সিদ্ধ দিয়েছে, ভাতের ফ্যান গলাবার আগে নারিকেল আচার ওড়ন দিয়ে মাটির খোড়ায় ভাত থেকে সিদ্ধ শাক আর উশ্যি তুলে রাখে। ভাতের ফ্যান গলতে দিয়ে মাশকলাই ডালের বাগার দিবে। বসির বয়াতি মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করেছে অনেকদিন, এখন হাঁসমুরগীর ডিমও খায় না। তার কোনো মুর্শিদ নাই, নিজে নিজেই সে ভেষজ আহারী হয়ে উঠেছে। মিষ্টি আর দুধ প্রচুর পরিমাণে খায়। বসির বয়াতির সঙ্গে সঙ্গে আলেয়াও মাছ মাংস ডিম থেকে রুচি তুলে নিয়েছিল। এখন ঘরের দরজা থেকে বলে, পারুল আমার জইন্য একাজোড়া ডিম ভাজিস, ছাগলের ঘাস পাতা আর খাইতে বালো লাগে না রে। আলেয়া বাগারের কড়াইয়ে গরম তেল পিঁয়াজ রসুন কুচি ফেলতে ফেলতে বলে, ডিম কুতায় পাবানে, এহন যা আছে খাইয়া নেও। শেলাই ছাড়া সাদা লুঙ্গি পরা খালি গায়ে আলেয়ার পিছনে এসে বসির বয়াতি দাঁড়ায়, তেল মাখা বাবরি কালো মিসমিসে, ঘাড়ে গামছা ফেলে আলু-টমেটো ক্ষেতের পাশে ছোট ডোবার মতো কোমর পর্যন্ত পানির পুকুরে নেমে তিন কি পাঁচ ডুব দিয়ে তার গোসল শেষ করে আসবার জন্য তৈরি। এর মানে পারুল জানে, বয়াতি গোসল শেষে মাথায় পানি রেখেই ঘরের মেঝেতে আসন বিছিয়ে বসে পড়বে সকালের নাস্তা এবং দুপুরের খাবার এক সঙ্গে খেতে। বয়াতি পুকুরে থাকতে থাকতেই সে ভর্তা করে ডাল ভাত বেড়ে আসন পেতে দিতে চায় অন্য সব দিনের মতো। আলেয়ার উল্টাপাল্টা খুনখারাবির কথায় আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার কখন ডিমের খোঁজ করবে পারুল ! আলেয়া এগিয়ে পারুলের গা ঘেষে দাঁড়ায়। মুহূর্তে তার চোখে পানি চলে আসে, চোখও লাল, বলে, বুইন বয়াতিরে আইজই খুন কর, খাবার বসলে পিছন থিকা এক কোপে...। পারুল মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়, মনে মনে বলে, মাগী এই তামাত স্বামীর সাতে ঢালাঢলি কইরা এহনই আবার... মাতায় ব্যারাম বানছে। আলেয়া পারুলের হাত ধরে, বুইন, কথাডা রাখ, তুই বেবাক কিছু পাবি। পারুল হাত ছাড়িয়ে নেয়, হ হ, এহন জলদি কাম সারবার দেও, গোসল সাইরা আইলো বুইলা। পারুল ঘরে ঢুকে বসির বয়াতির খাবার আসন বিছিয়ে পানির জগ থালা মগ বসায়। আলেয়া পিছন পিছন এসে পা ঝুলিয়ে চৌকির ওপর বসে, পারুল ভর্তার আয়োজন করতে আবার রান্নাঘরে যায়।

বসির বয়াতি ভিজা মাথা ভিজা গামছা জড়িয়ে সেলাই ছাড়া সাদা শুকনা লুঙ্গি পরে খাওয়ার আসনে বসে আলেয়াকেও ডাকে, খাইয়া নেও বউ, বিকালে ঘাটে যাইয়া চা খাইয়া আসবানে। আলেয়া সহজেই খেতে বসে না। আড়িয়ালখা ফেরি ঘাটে চা এমন নতুন কিছু নয়, বরং বয়াতির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ঘাটপারে যেয়ে বসা, কথা শোনা, চা খাওয়াও প্রায়ই হয়, আলেয়া মজাও পেত। এখন তার মাথার ভিতর কেমন একটা ঘোর তোলপাড় করে তুলছে, বয়াতিকে সহ্য করতে পারছে না, আবার সামনে থেকেও সরে যাচ্ছে না। পারুল ভর্তা ভাত বেড়ে দিলে আলেয়া নিঃশব্দে খেতে বসে। পারুল আলেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, বুবু তুমিও গোসল সাইরা নিলে পারতা, মাথাডা ঠাণ্ডা থাকতো। আলেয়া চোখ তুলে আবার চোখ নামায়। বয়াতি বলে, শুনো বউ, মন খারাপ কইরো না, বই-পুস্তকে যাইই লেখা থাউক, নারী জাতিই সৃষ্টির সেরা, নারী একমাত্র পারে তেনার সাতে লড়াই করতে ; পুরুষ চায় গায়ের শক্তিতে জোর কইরা দখল নিবার, মাইয়ালোকে করে বুদ্ধি দিয়া। গায়ের জোরেই সব হইলে হাতি হইতো রাজা কি কও তাই না ? আলেয়ার ঠোঁট চিকন হয়ে বাঁকা হয়, মুখের ভাত শেষ করেও কথা বলে না, কি বলবে, এই জোরতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব হাতিতত্ত্বও বসির বয়াতির বানানো। আলেয়া কখনো নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্বির কথা বলতে গেলে এই বসির বয়াতিই হয়তো বলবে, রাখো রাখো তোমার বুদ্ধি, বেটিজাতের ঘটে যে বুদ্ধি আছে তাও ব্যাটারা বইলা গেছে। আলেয়া ভাতের থালা থেকে হাত তুলে নেয়, কেমন একটা অক্ষমবোধে শরীর কুকড়ে আসে, কিছুই যদি কইতে না পারি, খামাখা লড়াই কইরা লাব নাই। হয় হারামিরে খুন করবো, না হয় পোষা কুত্তার মতো বয়াতি হারামির হাতের তলায় বইসা আইঠা কাটা লাথি গুতা খাইয়া মরবো। বসির বয়াতি খাওয়ার সময় তেমন কথা বলা পছন্দ না করলেও আজ তাকে খাওয়া থেকে কথায় বেশি পেয়ে বসে। আলেয়ার গাওয়া একটা গানের কথা থেকে বয়াতি বলে, এই গানও বয়াতির বাঁধা, নারী হইলো প্রকৃতি, প্রকৃতির কতটুকু মানুষ জানে, প্রকৃতি এহনো নিজের গুণে সম্পূর্ণ জাহির হয় নাই। হেঁয়ালী প্রকৃতি নিজেও জানে না কত বিশাল তার ক্ষেমতা। সংসারে মাইয়ালোকও বুঝে না কত

তাগো শক্তি। ব্যাটালোক বইলা না দিলে কিছুই তারা বুইঝা নিবার পারে না। পারুল এর মধ্যে ঘুরে এসে ঢোকে, বুবু ডিম পাইছি, ভাইজা দিবোনি। আলেয়া কথা বলে না। বয়াতি বলে, এইডা অবশ্যি মাইয়ালোকের দোষ না। বুঝবার চান্স তো তারা পায় নাই। আলেয়া উঠে পড়ে, এটাও নিয়ম মতো হল না, বয়াতির আগে আলেয়া কখনো ওঠে না। পারুল আলেয়ার থালা নিয়ে হাত দিয়ে মাটি মুছে নেয়, কিছুই তো খাইলা না, যাও একখান ঘুম দিয়া নাও। আলেয়া দ্রুত মাথা ঘোরায়, আমার কামডা যদি কইরা দ্যাস, তয় জনমের মতো ঘুমাবানে। পারুল বয়াতির দিকে তাকিয়ে আলোয়ার এঁটো থালা নিয়ে রান্নাঘরে আসে।

উঠানে দুইজন এসে বয়াতির জন্য অপেক্ষা করছে। পারুল তাদের বেঞ্চ দেখিয়ে বসতে বলে। দক্ষিণে আলু ক্ষেত। ডোবা পুকুর যাওয়ার পথে আমকাঠের তক্তা বাঁশের খুঁটিতে পেরেক দিয়ে বসিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বয়াতি খাওয়া শেষে বের হতেই বেঞ্চে অপেক্ষারত দুইজনকে দেখে পারুলের দিকে তাকায়। পারুল এই তাকানোর উত্তর দেয় না। সেও তো জানে না কিছু, অন্য সময় হলে তাদের বসতে বলার আগে জেনে নিত কি নাম, কোন গ্রাম, কি কামে আসা হইছে। এখন আলেয়া তাকে বিষম ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। ঝামেলা খুন করা নিয়ে নয়, খুনের কথা অতিরিক্ত, পারুলের মনে হয় আলেয়ার মাথাটা আউলায় গেছে, কেমনে আবার লাইনে আনা যায়।

বসির বয়াতি এগিয়ে এলে লোক দুজন হাত কপালে তুলে সালাম জানানোর ভঙি করে। বয়াতি তাদের বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকেই জানতে চায়,

কি বিষয় ? খবর ভালো আছে তো ?
জে জে তা আছে। আপনার ?
জে নিজেরে শান্তিতে রাহে, কে তারে অশান্তি দেয় কও !
জে জে, সত্য কতা, তয়... নিজেরে মাইনডা কি ?
মাইনে মাইনে আশরাফ, সত্ত্বা, আত্মা, আমি, অহং...।
আফনেগো কতার ভাইল আমরা বুজবার পারমো না।
শুনো ভাই, আমার কতার কোনো ভাইল নাই, কোনো ধাধা নাই, আমি তোমাগো মতোই আমজনতা। তফাৎ হইলো তোমরা জমি চষো, আমি চষি কথা তর্ক, নিমিত্ত প্যাট।
তফাৎ কোথায় কও ?
তয় বয়াতি বাই, আমাগো গ্রামে, ইকটু আসপার লাগে যে।
গানের বায়না করতে আইছো ?
তেমুন না, মহিন ফহিরের নাম তো হুনছেন, মাণিকগঞ্জোর, হে আসপে, তার লগে আফনি যুদি শরিয়ত নিয়া গান করেন জমবে বালো। ফহির হইলো বাতেনি দুইনার মানুষ, তারে জবাব দিবার মতো আমাগো মুল্লকে তো আফনেরা দুইজন ছাড়া কেউই নাই।
দ্যাহ বাই, এহনো জানবার পারি নাই তোমরা কোন গ্রামের, তা জাইনা অবশ্য আমার কামে আসে না। গ্রাম বাই একখানই, কিন্তু তোমরা একখান ভুল কইরা ফেলায়ছো। ভুল মাইনসের কাছে আইছো, আমি ফহির না, ফহিরি তরিকার কিছু বুঝি না, আমি বয়াতিও না, লোকে মুহে মুহে আমারে বয়াতি কইয়া ডাহে। ডাহুক, আমি হইলাম কইতে পার বিচার গানের কবি, নারী পুরুষ শরিয়ত মারেফত, ফল না গাছ আগে জাতিয় তর্কের দুই পিঠ নিয়া কথা সাজাই, বাহাস করি, করি নেশায়, এহন আমার পেশাও, কিন্তুক তত্ত্ব বাহাসের আমি ভারি অযোগ্য মানুষ ভাই, তোমরা আমারে মাফ কর। যোগ্য মানুষ খুইজা দ্যাহ।

বয়াতি বাই, এও আফনের কথার ভাইল, দুনিয়ার মাইনসে জানে আফনি কত বুজেন, আফনের সামনে দাড়াবার মতো কিডা আছে কন। আমাগো ওনুরুধটা ফেলাই দিয়েন না।

তোমাগো অনুরোধ রাখবার মতো বুজুর্গ মানুষ আমি না ভাই। মনেরে কষ্ট দিও না, মহিন ফকির নিজে নিজেই তোমাগো অনেক গান শুনাবে, সময় থাকলে তার গান শুনবার জন্য আমি আমার পরিবার নিয়া যাইতাম।

বিন্নার পালানের পর আর কুতায় বায়না পাইছেন ?

তা দুই সপ্তার দেরি আছে, সদরপুর, তার মদ্যে কইলকাতা থিকা আমার বন্দু আসবে, সে অবশ্য বয়াতি না, শিক্ষিত মানুষ। ভারসিটিতে পড়ায়, আমার বাহাস নিয়া সে একখানি বই ল্যাখতেছে।

ও, তাইলে হেই ছারেরে নিয়াই আসেন, মহিন ফহিরও গুণী মানুষ, ছারের কামে লাগবার পারে।

আগে তারে আসবার দেও, রাজি থাকলে জাবানে, কিন্তু কুনো বাহাস করবার পারবো না।

আলেয়া ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। পারুল তখন নিজের খাবার দ্রুত শেষ করতে ব্যস্ত। আলেয়া বলে, বুইন, তুই ভাত ছুইয়া কসম কর, আমার কামডা কইরা দিবি। পারুল মুখের ভাত গিলে ফেলে, আলেয়ার দিকে তাকায়, আলেয়ার চোখ কেমন ঢুলু ঢুলু। পারুল বলে, বু বস, বাত কয়ডা গিলা নেই। আলেয়া বসে। পারুল ধীর গলায় বলে, ও বু কহন থিকা তোমার মাথাডা আউলাই গেল ? জানি না রে। খুন করবার চাও ক্যা ? আলেয়া দুই দিকে মাথা নাড়ায়, জানি না বুইন। খুন করলে শান্তি পাবা ? তাও জানি না। তয় ক্যান...? তেমু ওরে খুন করবার চাই। মাতা খ্যাপলে আর কি করবা। না বুইন এডা কিছু করতে তো হবে ! বয়াতি তুমারে মারছে ? কবার পারবো না। পারুল হাত ধুয়ে উঠে আলেয়াকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আলেয়া চোখ বোজে, বন্ধ চোখের পাশ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। পারুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলেয়ার গায়ে হাত রেখে পাশে বসে। কিছু সময় পর আলেয়া বলে, সব শ্যাস, বিন্নার পালানে আমি আর যাবো না। এইডা কি কও বুইন, রাইত পোয়াইলে শুক্কুরবার, বায়নার টাহা আগাম খাইছো, এ্যাহন...? আলেয়া চোখ খোলে, চিন্তা করিস না, বয়াতির মেলা বুদ্ধি, মেলা বিদ্যা, হে ঠিকই সামাল দিবার পারবে। পারুল আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মনে মনে বলে, এ কেমুন তাল শুরু অইলো, এত্তোদিন তামাত তো বালোই ছিলো ? কিছু নিঃশব্দ মুহূর্ত পর পারুল বলে, কি অইছে ? আলেয়ার চোখে আবার পানি ভেসে ওঠে, পানির নিচে লাল জমিন, মুখে কথা আসে না। পারুল আবার শান্ত আব্দার মিশিয়ে বলে, কি অইছে বু ? আলেয়া চোখ পানিতে ভাসতে দেয়, গলাতেও পানির অভিঘাত, আমি হাছাই জানি না, যেমুন ছিলো তেমুনই তো আছে রে ! তয় বায়না ক্যানসেল করবার চাও ক্যা ? ক্যা...? আলেয়া কিছু সময় নিয়ে, বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, অত কতা জানি না, তুই যদি না পারস না কইরা দে, আমার কাম আমিই সারবো। পারুল দাঁড়ায়, খুনের কতা মাগীর মাথাথন এহনো যায় নাই। মুখে বলে, পারলে সারো, আমি খুনখারাবিতে নাই। নিজে বাঁচি না নিজের জ্বালায় তয় আবার...। পারুল ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আলেয়া পারুলের ঝামটা মেরে চলে যাওয়া দেখে। তার চোখ এখন শুকনা হলেও পরিসর লাল, লালও ধীরে ধীরে মরে যায়। চোখে ঘুম আসে না। বসির বয়াতি কথা সেরে এসে দুপুরের ভাতঘুমের আয়োজন করে। আলেয়াকে জড়িয়ে ধরেও আবার ছেড়ে পাশ ফিরে শোয়। আলেয়ার কাঠ কাঠ ঠাণ্ডা শরীর হয়তো আমন্ত্রণও করে না। অথবা বয়াতির কাম কুমির আলেয়ার বাঁকা ঘাট (জননাঙ) বস্তুহীন করে ফেলেছে। বয়াতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিজের শরীরের অনুত্তাপে একটা ফকিরি গান মনে আসে তার,

‘নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে
বিদ্যা বুদ্ধি রয় না ঘটে
কাম নামে কুমির জুটে

চিবিয়ে চুষে খায় তাকে। ...'

আর আলেয়ার ফাঁকা শূন্য মন হুহু করে নিঃশব্দে গায় – বয়াতিরই শিখানো কমল দাসের একটা গান,

'মেয়ে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী।
মাসে মাসে জোয়ার আসে ত্রিবেণী সংহতি।
যখন নদী হয় উথলা তিনজন মেয়ের লীলাখেলা
একজন কালা একজন ধলা একজন লালমতী।
মেয়ের গুণ কে বলতে পারে কিঞ্চিৎ জানেন মহেশ্বরে
একজন শিরে একজন বুকে ধরেন পশুপতি।
রসিক মেয়ে থাকে ঘরে ঘরের রসের জগত দেখে
তার সাক্ষী আছে গোপের মেয়ে গোকুলের সতী –
সতী হয়ে ধর্ম রাখে লয়ে উপপতি।
এবার মলে মেয়ে হব মহৎ সঙ্গ চেয়ে লব
দাস কমল বলে থাকবে না তার বংশে দিতে বাতি।'

পরজন্মে আলেয়ার মহৎ সঙ্গ চেয়ে নেবার গোপন অথবা অবচেতনের আবেগ বোঝার অনেক দুরে বসির বয়াতি ঘুমে তলানো।

শেষ দুপুরে হঠাৎ করে মেঘ করে এলে আলেয়া বসির বয়াতির ঘাটে যাওয়া হয় না। সন্ধ্যার আগে আকাশ পরিষ্কার হয়ে শুকতারা আর চাঁদের মধ্যবর্তি জমিনে কালো বড় চলটা মেঘ স্থায়ী দাগের মতো গেড়ে বসে।

রাতে ঘুমাবার যাওয়ার আগে বয়াতি বিন্নার পালানের জন্য নতুন বাঁধা গান দুটি আরও একবার দেখে নেয়। আলেয়া পুতুলের মতো বয়াতির সঙ্গে গলা মিলায়। এমনকি মহিন ফকিরের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাবেও মাথা দিয়ে হ্যাঁ বলে ঘাড় মটকানো পুতুলের মতো।